প্রকৃত অনুতাপ

(True Repentance)

লূক লিখিত সুসমাচার ৩ অধ্যায় ৭-১৪ পদ

গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি যে খ্রীস্টের আগমনের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ঈশ্বর তাঁর অগ্রদূত করে যে যোহন বাপ্তাইজককে পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে আমরা ২৮-২৯ খ্রীস্টাব্দে প্রান্তরে লোকদের কাছে উপস্থিত হতে দেখেছিলাম। যোহন তাদের কাছে **পাপক্ষমার জন্য মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম** প্রচার করছিলেন (৩ পদ)। এখন, তাঁর সেই প্রচারের বিষয়বস্তু কী ছিল, তা আজ আমরা দেখতে চলেছি। লূক যদিও যোহন বাপ্তাইজকের প্রচারের বিস্তৃত বর্ণনা দেয়নি, কিন্তু ৩:৭-১৪ পদে যোহনের প্রচারের একটি নমুনা আমাদের কাছে তুলে ধরেছে। ইস্রায়েলের প্রায় প্রত্যেকেই যখন মশীহ, তথা খ্রীস্টের আগমন ও তাঁর রাজ্যের জন্য প্রতীক্ষায় ছিল, এবং তারা জানত যে মশীহ এসে তাদের বিচার করবেন। সেই মশীহের আগমন যে সন্নিকট, সেই কথাই যোহন বাপ্তাইজক লোকদের কাছে ঘোষণা করল। আর তাই যোহন তার প্রচারে লোকদের কাছে সেই বিচারের পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরল, যেন তারা তাদের পাপ দেখতে পায় এবং তা স্বীকার করে প্রকৃত অনুতপ্ত হয়। আসুন, যোহনের সেই প্রচারের বিভিন্ন দিক উপলব্ধি করি।

ক। প্রকৃত অনুতাপের জন্য প্রয়োজন সত্য প্রচার (৭-৮ক পদ)

লূক ৩:৭ পদে লূক লিখেছে, *"অতএব যে সকল লোক (জনতা) তাঁর দ্বারা বাপ্তাইজিত হতে বের হয়ে আসল, তিনি তাদের বললেন, হে সর্পের বংশেরা, আগামী কোপ থেকে পালাতে তোমাদের কে চেতনা দিল?"* এখন, ৭-১৪ পদে যোহন বাপ্তাইজকের প্রচারের যে নমুনা লূক লিপিবদ্ধ করেছে, তা মথির লেখা সুসমাচারের ৩:৭-১০ পদের সঙ্গে প্রায় সমান। মথি ৩:৭ পদে বলা হয়েছে, *"কিন্তু অনেক ফরীশী ও সদ্দূকী বাপ্তিস্মের জন্য আসছে দেখে তিনি তাদের বললেন, হে সর্পের বংশেরা, আগামী কোপ থেকে পালাতে তোমাদের কে চেতনা দিল?"* তাই, এই দুটি অংশ তুলনার দ্বারা আমরা উপলব্ধি করি যে, লূক ৩:৭ পদে যে জনতার কথা বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেক ফরীশী ও সদ্দূকী ছিল, যারাও বাপ্তিস্মের জন্য যোহনের কাছে আসছিল। কিন্তু যোহন জানতেন যে, তাদের মধ্যে অনেকে তাঁর কাছে স্রেফ ভয় পেয়ে এসেছে, তারা তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত নয়, তাই তারা তাদের পাপ স্বীকারও করেনি। তারা কেবল তাদের পাপের প্রতি বিচার এবং ঈশ্বরের ক্রোধকে দেখতে পেয়েছে, তাই ঈশ্বরের সেই ক্রোধ থেকে উদ্ধার পাবার আশায় তারা যোহনের কাছে এসেছে। তারা ভেবেছে, **যোহন যে বাপ্তিস্ম দিচ্ছে, তার মধ্যে ঐন্দ্রজালিক** *(magical)* **ক্ষমতা বর্তমান, তা তাদের পাপের প্রতি আগামী বিচার ও ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে তাদের বাঁচাবে।**

এখন, আমরা ভাবতে পারি যে, তথাপি তারা তো তাদের ঘর ছেড়ে কষ্ট করে এসেছিল, অন্যদের তুলনায় তাদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। যোহনের উচিৎ ছিল না কি, মিষ্টি কথায় তাদের সেই আচরণের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদের কথা বলা? না, যোহন কিন্তু তা করেনি, তারা দয়া করে এসেছে বলে তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের মনগড়া ভ্রান্ত চিন্তাকে যোহন প্রশ্রয় দেয়নি। পরিবর্তে, যোহন খুবই কড়া ভাষায় রুক্ষ মেজাজে সেই সমস্ত ভণ্ড ফরীশী ও সদ্দূকীদের এই নামে সম্বোধন করেছে, *"সর্পের বংশেরা"*। যিহূদীয়ার সেই প্রান্তরে যোহন আক্ষরিক অর্থে সেই সমস্ত সাপদের সঙ্গে পরিচিত ছিল, যারা আকারে ছোট হলেও ভীষণ প্রতারক *(deceptive)* ছিল। তাদের দেখে মনে হত, মাটিতে পড়ে থাকা গাছের শুকনো ডাল; কিন্তু লোকেরা যখন ভুল বুঝে তা কুড়াতে যেত, তখন তারা তাদের কামড়াত (প্রেরিত ২৮:৩ পদে, মিলিতা দ্বীপে একই প্রকার ঘটনার কথা পাওয়া যায়)। যোহন ৮:৪৪ পদে যীশু নিজে শয়তানকে প্রতারক বলেছেন, এবং প্রকাশিত বাক্য ১২:৯ ও ২০:২ পদে পুরাতন সর্প বলা হয়েছে। তাই, এই সমস্ত ভণ্ড ধর্মীয় নেতাদের সেই শয়তানের হাতিয়ার বলে যোহন তাদের উপযুক্ত বর্ণনাই দিয়েছে। মথি ১২:৩৪ ও ২৩:৩৩ পদে যীশুও একই কথা ব্যবহার করেছেন। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, সেই সমস্ত ধর্মীয় নেতা কী পরিমাণে বিপদজনক ও প্রতারক ছিল।

যোহন তাদের আরও বলেছে, *"আগামী কোপ থেকে পালাতে তোমাদের কে চেতনা দিল?"* বাইবেল আমাদের পরিষ্কার শিক্ষা দেয় যে, (১) যাদের নতুন-জন্ম হয়নি, তাদের প্রতি ঈশ্বরের এই ক্রোধ বর্তমান (ইফিষীয় ২:৩; রোমীয় ১:১৮), (২) তাদের প্রতি ঈশ্বর একদিন তাঁর এই ক্রোধ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ঢেলে দিতে চলেছেন (ইফিষীয় ৫:৬; ২থিষলনীকীয় ১:৮-৯; প্রকাশিত বাক্য ১৪:১০), (৩) খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের সঙ্গে ঈশ্বরের এই ক্রোধের চূড়ান্ত প্রকাশ জড়িত (মালাখি ৩:২; ৪:১, ৫)। এখন, ঈশ্বরের এই বিচার ও ক্রোধ থেকে কেউ যদি নিজেকে রক্ষা করতে চায়, তাহলে তাকে উপরের এই সত্যগুলি জানতে হবে, এবং আরও জানতে হবে যে, মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা গেলেও ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতারণা করা যায় না। কারণ তিনি আমাদের অন্তকরণ দেখেন (১শমূয়েল ১৬:৮)। অর্থাৎ, যোহন তার এই কথার দ্বারা সেই সমস্ত ধর্মীয় নেতাদের সেই উপলব্ধি দিয়েছিলেন যে, বাপ্তিস্মের আচার-অনুষ্ঠান তাদেরকে আগামী কোপ থেকে রক্ষা করবে না, যদি না তারা তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তা স্বীকার করে, এবং আগত মশীহে বিশ্বাস করে। যে ইহুদি নেতারা এতোকাল কেবল পরজাতিদের প্রতি ঈশ্বরের বিচারের কথা বলেছে, ৪০০ বৎসর পর যোহন তাদের পাপের প্রতি ঈশ্বরের বিচার ও ক্রোধের কথা বলেছে। আমরাও অনেক সময় তাদের ন্যায় একই ভুল করে থাকি, যখন আমরা আমাদের মণ্ডলীতে আসা বা আমাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনকে আমাদের আগামী বিচার থেকে উদ্ধারের উপায় হিসাবে চিন্তা করি। না, কেবল সেই সমস্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন নয়, কিন্তু সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করে আমাদের মনপরিবর্তন করতে হবে। পাপ-স্বীকারের পাশাপাশি, যীশুতে বিশ্বাস ও পরিবর্তিত জীবন যাপন করতে হবে।

এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, কেবল বাহ্যিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগদান নয়, কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করে হৃদয় দিয়ে আমাদের ঈশ্বর আরাধনা করতে হবে। তা না হলে, সেই সমস্ত বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের কোনও মূল্য নেই। একে স্লো সাইকেল রেসে যোগদানের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই প্রতিযোগিতার নিয়ম না জেনে যদি কেউ যোগদান করে, তাহলে বোকার মতো জোড়ে সাইকেল চালিয়ে, সে ভাববে যে প্রথম হয়েছে। কিন্তু তা সত্য নয়। যোহন তার প্রচারে তাদের সেই ঘুম ভাঙ্গিয়েছে।

সত্য প্রচারই আমাদের মধ্যে বিবেক-দংশন উৎপন্ন করে থাকে। তার দ্বারা আমরা আমাদের ভিতরের প্রকৃত আকারকে দেখতে পাই। ফলস্বরূপ, আমরা আমাদের সেই সমস্ত পাপের জন্য কেবল দুঃখ প্রকাশ নয়, কিন্তু তা ত্যাগ করে উল্টো পথে চলতে আগ্রহী হই। তাই ৮ক পদে, যোহন তাদের বলেছে, *"অতএব, মনপরিবর্তনের উপযুক্ত ফলে ফলবান হও।"* প্রকৃত অনুতাপ সর্বদা ফলধারণ করে থাকে। সামান্য বাহ্যিক পাপ-স্বীকারোক্তি যথেষ্ট নয়। আগামী কোপ থেকে উদ্ধার পাবার ধান্দায় কেবল বাপ্তিস্ম লাভের আকাঙ্ক্ষার কোনও ইতিবাচক মূল্য নেই। আভ্যন্তরীন পরিবর্তন থাকতে হবে, যা ঈশ্বরের গৌবরকারী বাহ্যিক আচরণের দ্বারা প্রকাশ পেয়ে থাকে। ১০-১৪ পদে যোহন নির্দিষ্টভাবে এই সমস্ত ফলকে বর্ণনা করেছে: সহৃদয়তা, ন্যায়বিচার, অপরের জন্য চিন্তা, সন্তুষ্টি, ইত্যাদি। যোহনের এই প্রচার মীখা ৬:৮ পদেরই প্রতিধ্বনি, *"বস্তুত, ন্যায্য আচরণ, দয়ার অনুরাগ ও নম্রভাবে তোমার ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন, ইহা ব্যতিরেকে সদাপ্রভু তোমার কাছে আর কীসের অনুসন্ধান করেন?"* (আমোষ ৫:৪-১৫ পদও দেখুন)।

খ। প্রকৃত অনুতাপের জন্য প্রয়োজন সত্য উপলব্ধি (৮খ পদ)

কেবল বাহ্যিক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন নয়, কিন্তু আভ্যন্তরীণ সত্য উপলব্ধিই আমাদের প্রকৃত অনুতাপে পরিচালনা দিয়ে থাকে। আমরা যদি না নিজেদের মনপরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করি, আমরা কখনও ঈশ্বরের কোপ থেকে রক্ষা পেতে পারি না। এখন, যোহনের কাছে অনেকে যদিও মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে এসেছে, কিন্তু তাদের মনপরিবর্তনের যে প্রয়োজন আছে, এই সত্য তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর কারণ নিজেদের বিষয় তাদের উচ্চ-ধারণা। যোহন তাদের মধ্যে এই মনোভাব দেখতে পেয়েছে, আর তাই তাদের এই কথা বলেছে, *"মনে মনে বলতে আরম্ভ কোরো না যে, অব্রাহাম আমাদের পিতা।"* যোহনের এই কথা থেকে স্পষ্ট যে, তাদের মধ্যে অনেকে তাদের অনন্ত সুরক্ষার জন্য অব্রাহামের শারীরিক সন্তান হওয়ার উপর আস্থা রেখেছিল (গালাতীয় ৩:১-৯)। ঈশ্বরের মনোনীত জাতি হওয়ার কারণে, তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করতে তাদের যোগ্যতার কথা চিন্তা করেছিল। কিন্তু যোহন বাপ্তাইজক ভালো করেই জানত যে, অব্রাহামের শারীরিক সন্তান হওয়ার দ্বারা অব্রাহামের সত্য সন্তান হওয়া যায় না। এ বিষয়ে পৌল তার পত্রে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছে (রোমীয় ৯:৬-৮)। এখন, ইস্রায়েল অবশ্যই ঈশ্বরের মনোনীত জাতি, তাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বর বংশ পরম্পরায় আশীর্বাদ করার প্রতিজ্ঞাও করেছেন (আদি ১৭:৭)। কিন্তু তারা যে চুক্তির বড়াই করেছে, সেই চুক্তি কী, তারা কি তা জানে?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তারা কি সেই চুক্তির ঈশ্বরকে জানে? যে অব্রাহাম সেই ঈশ্বরকে বিশ্বাসে ঈশ্বরের সন্তান হয়েছিল, তারা কি সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে?

এখন, যে ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁতে বিশ্বাসের মাধ্যমে অব্রাহাম ঈশ্বরের সন্তান হয়েছিল, ইস্রায়েলীয়রাই যে কেবল সেই ঈশ্বরের সন্তান হতে পারে, তা নয়। পরিবর্তে, দেশ ও জাতি নির্বিশেষে যত লোক অব্রাহামের মতো সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তিনি তাদেরকে তাঁর সন্তান করে থাকেন। একজন ইহুদি যেমন তাঁকে বিশ্বাসের মাধ্যমে তাঁর সন্তান হয়, ঠিক একইভাবে একজন পরজাতিও তাঁকে বিশ্বাসে তাঁর সন্তান হয়। আর এ সমস্তই সম্ভব ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁর সর্বশক্তিমানতার কারণে। তাই, এ বিষয়ে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ও সর্বশক্তিমানতার কথা স্বীকার করে যোহন বলেছে, *"আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এই সকল পাথর থেকে অব্রাহামের জন্য সন্তান উৎপন্ন করতে পারেন।"* এ কথার অর্থ, যে ঈশ্বর মাটি দিয়ে আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি প্রান্তরের পাথর থেকেও তাঁর সন্তানদের উৎপন্ন করতে পারেন। অর্থাৎ, তিনি তাদের পাথরের হৃদয়কে মাংসময় হৃদয়, তথা বাধ্যতার হৃদয়ে রূপান্তরিত করতে পারেন (যিহিষ্কেল ৩৬:২৬)। এর জন্য দেশ বা জাতি কখনও বাধা হতে পারে না, ***প্রথমত ইহুদির পক্ষে, আর গ্রিকেরও পক্ষে*** (রোমীয় ১:১৬), ফলস্বরূপ, ***ইহুদি কি গ্রিক, আর হতে পারে না, দাস কি স্বাধীন আর হতে পারে না, নর ও নারী আর হতে পারে না, কারণ খ্রীস্ট যীশুতে আমরা সকলেই এক*** (গালাতীয় ৩:২৮)।

আমরা কি আমাদের পাপ-স্বীকার ও মনপরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি? না কি, আমরাও ইহুদিদের মতো একই মনোভাবের অধিকারী? আমরা চার-পুরুষ খ্রীস্টবিশ্বাসী, আমার বাবা মণ্ডলীর পালক ছিল, আমি মণ্ডলীর জন্য কত কী করেছি, আমি ওদের মতো নই, . . .। না, এই সমস্ত কোনও কৈফিয়ত কাজে লাগবে না, তাদের কোনও মূল্য নেই। প্রভু কৈফিয়ত নয়, কিন্তু আমাদের পরিবর্তিত জীবন চান।

গ। প্রকৃত অনুতাপের জন্য এখনই সঠিক সময় (৯ পদ)

বিচার সন্নিকট, তাই সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। ৯ পদে যোহন তার প্রচারে বলেছে, *"আর এখনই গাছগুলির মূলে কুঠার লাগান আছে, অতএব, যে কোনও গাছে উত্তম ফল ধরে না, তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া যায়।"* এ কথার অর্থ, এখনই হল মনপরবর্তিত হবার ও খ্রীস্টে আস্থা রাখার উত্তম সময়। গাছের কাছ থেকে যেমন ফল আশা করা হয়ে থাকে, তেমনই ঈশ্বরের সন্তানদের জীবনে ফল আশা করা হয়ে থাকে। ইস্রায়েল জাতির প্রতি যীশুও একই কথা বলেছেন, ফলবিহীন পাতার বাহার কোনও কাজে লাগবে না (লূক ১৩:৭, ৯)। যীশু আরও বলেছেন, *"তোমরা তাদের ফল দ্বারাই তাদের চিনতে পারবে, . . . যে কোনও গাছে ভালো ফল না ধরে, তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া যাবে"* (মথি ৭:১৬, ১৯)। যীশু আবার বলেছেন, *"তোমাদের দীপ্তি মানুষদের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে"* (মথি ৫:১৬)। খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা পরিত্রাণ পাবার জন্য এই সমস্ত সৎকাজ সাধন করি না; কিন্তু আমরা যেহেতু পরিত্রাণ পেয়েছি, সেইহেতু এই সমস্ত সৎকাজ করে থাকি (ইফিষীয় ২:৮-১০)। যাইহোক, এখানে স্পষ্ট ভাষায় আমাদের কাছে যে সত্য তুলে ধরা হয়েছে, তা হল, কোনও অজুহাতই আমাদের এই অনুতাপে বিলম্বকে সায় দেয় না। সেদিন যোহনের কাছে যারা এসেছিল, তারা যদি যোহনের বাপ্তিস্মের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করত, তাহলে তারা, পরে করব বলে তা ফেলে রাখতে পারত না। আমাদের এই জীবন কবে শেষ হবে, আমরা কতদিন বাঁচব, তা আমরা কেউ জানি না। তাই, পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার আজই আমাদের উপযুক্ত সময়। আমাদের কোনও দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হবে না; পৃথিবীর মাটিতে আমরা যে কটা দিন আছি, তার মধ্যে আমরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব, তা আমাদের জীবনে অনন্তকালীন ফল উৎপন্ন করবে। হিতোপদেশ ২৭:১ পদে বলা হয়েছে, *"কালকের বিষয় গর্ব কথা বোলো না, কারণ এক দিন কী উপস্থিত করবে, তা তুমি জান না।"*

কিন্তু কেবল গাছ কাটার কথা নয়, ***আগুনে ফেলে দেবার*** কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা নিঃসন্দেহে শেষবিচারকে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, যোহন বাপ্তাইজক এই কথা বলার পর এত শতাব্দী পার হয়ে গেছে, কিন্তু প্রভু তো এখনও বিচারের জন্য আসেননি? বাইবেলের ভাববাণীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, তা আগামী দিনের দুটি ভিন্ন ঘটনা, যারা দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ঘটতে চলেছে, তাদেরকে একই সঙ্গে উপস্থিত করে। একে ঈশতাত্ত্বিকরা *Prophetic foreshortening* বলে থাকেন। পুরাতন নিয়মে এর বিভিন্ন উদাহরণ আমরা দেখতে পাই (যিশাইয় ১১:১-৪;

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

৬১:১-২; যোয়েল ২:২৮-৩১; মালাখি ৩:১-২)। আবার ৭০ খ্রীস্টাব্দের জেরুশালেমের পতন আগামী দিনে শেষবিচারের পূর্বাভাষ দিয়েছে।

ঘ। প্রকৃত অনুতাপের বাহ্যিক প্রকাশ (১০-১৪ পদ)

এইভাবে, যোহন বাপ্তাইজকের প্রচারের নমুনা আমাদের কাছে উপস্থিত করার পর, লূক বিভিন্ন দলের লোক যোহনকে যে সমস্ত প্রশ্ন করেছিল, এবং যোহন তাদের যে উত্তর দিয়েছিল, তা লিপিবদ্ধ করেছে। যোহন তার প্রচারে তাদেরকে ***মনপরিবর্তনের উপযুক্ত ফলে ফলবান হতে*** বলেছিল। কিন্তু বাস্তব জীবনে তারা নির্দিষ্ট কী কী ফল ধারণ করবে? লূক এখানে প্রথমে সাধারণ মানুষদের প্রশ্ন এবং তারপর দুটি বিশেষ দলের লোকদের (করগ্রাহী ও সৈন্য) প্রশ্নের উত্তরের কথা লিখেছে। এই তিন দলের লোকেরা যোহনের প্রচারের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিবেক-দংশন উপলব্ধি করেছে। তাই তারা তাদের করণীয় কী, তা যোহনকে প্রশ্ন করেছে। লক্ষ্য করার বিষয় হল, যোহন তাদেরকে তার নিজের অনুকরণে তাদের পরিবার বা কাজ ত্যাগ করে প্রান্তরে যেতে বলেনি; কিন্তু সেখানে থেকেই সঠিক জীবন যাপন করতে বলেছে।

(১) সাধারণ মানুষদের প্রশ্ন (১০-১১ পদ): জনতার মধ্য থেকে যে সমস্ত সাধারণ মানুষ অনতপ্ত হয়ে যোহনের কাছে নির্দেশনা চেয়েছে, যোহন তাদের বলেছে, *"যার কাছে দুটি জামা আছে, সে যার নেই, তাকে একটি দিক; আর যার কাছে খাদ্য আছে, সে-ও তদ্রূপ করুক।"* তখনকার দিনে কেবল ধ্বনিরাই একের অধিক এমন অন্তর্বাসের অধিকারী ছিল, তাদেরকে তাই একটি জামা দরিদ্রদের সঙ্গে ভাগ করতে বলা হয়েছে। যাদের কাছে অতিরিক্ত খাদ্য আছে, তাদেরকেও অনুরূপ কাজ করতে বলা হয়েছে। আমরা যখন আমাদের জীবনে ঈশ্বরকে লাভ করি, তাঁর দয়া, ক্ষমা ও ভালোবাসা উপলব্ধি করি, তখন আমরা তাঁর অনুকরণে তাঁকে ও অন্যদের না ভালোবেসে থাকতে পারি না। আমরা যখন প্রকৃত আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন লাভ করি, তখন আমরা আমাদের চারপাশের মানুষদের মানুষ জ্ঞান করতে শুরু করি, তাদের ভালোবাসতে শুরু করি। কারণ এর পূর্বে আমরা কেবল নিজেদের জন্য জীবন যাপন করেছি, কিন্তু এর পর থেকে আমরা খ্রীস্টের জন্য জীবন যাপনে প্রেরণা পাই। সক্কেয় তার জীবনে যীশুকে লাভ করার পর এই পরিবর্তন লাভ করেছিল। অন্যদের সেবা, সাহায্য বা দয়া করে নিজের কী লাভ হবে, তখন তা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

(২) করগ্রহীদের প্রশ্ন (১২-১৩ পদ): এতোকাল অনৈতিকভাবে যে সমস্ত করগ্রাহী অধিক কর আদায় করে ধনি হয়েছে (লূক ১৯:২), তারাও যখন যোহনের কাছে নির্দেশনা চেয়েছে, যোহন তাদের বলেছে, *"তোমাদের জন্য যা নিরূপিত, তার বেশি আদায় কোরো না।"* তাদের প্রতি যোহনের এই উত্তর সরাসরি এবং আপোষহীন। পাপ হল এমন বিষয়, তাকে যদি কোনও ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলবে। তাই, তাকে তৎক্ষণাৎ, সম্পূর্ণভাবে, কোনও পিছু টান না রেখে উপরে ফেলতে হবে। পাপকে পাপ জেনেও তার চারপাশে ইতস্তত ঘোরাফেরা, কিংবা তার প্রতি অর্ধেক পদক্ষেপ গ্রহণ কখনও ভালো পরিণাম আনতে পারে না। যোহন তাদের করগ্রহণের চাকরি ত্যাগ করতে বলেনি, কিন্তু সততায় ও বিশ্বস্ততায় তা করতে বলেছে।

(৩) সৈন্যদের প্রতি (১৪ পদ): ক্ষমতার বলে যে সমস্ত সৈন্য অন্যদের উপর অত্যাচার চালাত, জোর করে ভয় দেখিয়ে আদায় করত ও নিজেদের বেতনে সন্তুষ্ট ছিল না, যোহন তাদেরকে বলল, *"কারও প্রতি দৌরাত্ম কোরো না, অন্যায় করে কিছু আদায় কোরো না, তোমাদের বেতনে সন্তুষ্ট থাকো।"* যোহন তাদেরকেও সৈন্যদল ত্যাগ করতে নয়, কিন্তু বিশ্বস্তভাবে, সঠিক পথে, ভালোর জন্য তাদের দায়িত্ব পালন করতে বলেছে।

যোহন বাপ্তাইজককে একটি কঠিন কাজ দেওয়া হয়েছিল, তাকে খ্রীস্টের আগমনের জন্য পথ প্রস্তুত করতে বলা হয়েছিল। যোহন সেই কাজ বিশ্বস্তভাবে পালন করেছে। যোহন লোকদের কাছে টাকা চায়নি, খাদ্যও চায়নি। কিংবা এমন মিথ্যা আশ্বাসও দেয়নি, যীশু যেহেতু আসছেন, সব ঠিক হয়ে যাবে, চিন্তার কোনও কারণ নেই। যোহন লোকদের মনপরিবর্তন করতে বলেছে। আপনি, আমি কি সেই সত্য মনপরিবর্তন লাভ করেছি? আজ যদি আপনার মৃত্যু হয়, আপনি কী নিয়ে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হবেন? আপনি কি আপনার জীবনের জন্য খ্রীস্টে আস্থা রেখেছেন? খ্রীস্টকে ছাড়া আমরা কেউ ফলধারণ করতে পারি না। আর যদি ফলবিহীন হই, তাহলে আমাদের বিনষ্ঠতা কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। আসুন, আমাদের পাপ স্বীকার করি, যীশুকে বিশ্বাস করি, পরিবর্তিত জীবন যাপন করি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com